২০শে মার্চ ২০১২

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

৩৩তম বিসিএস পরীক্ষায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত এবং পরীক্ষাহলে তাদের প্রয়োজনে যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থায়ন এর নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট

আজ ২০শে মার্চ ২০১২ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি নাঈমা হায়দার এবং বিচারপতি ফরিদ আহমেদ এর সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ৩৩তম বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের জন্য এড. স্বপন চৌকিদার এবং অন্যান্যদের পক্ষে একটি আবেদন গ্রহণ করেন। এ আবেদনের প্রেক্ষিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে ৩৩তম বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান এবং পরীক্ষা হলে প্রয়োজন অনুসারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থায়নের আদেশ প্রদান করেছে হাইকোর্ট।

সাম্প্রতিক প্রকাশিত ৩৩তম বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিতকরণের বিষয়টি অবহেলিত হওয়ায় ব্লাস্ট ১৫ই মার্চ ২০১২ হাইকোর্টে একটি আবেদন দাখিল করে। আবেদনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণ, প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০১১ এর যথাযথ বাস্তবায়ন ও সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে সমতা প্রদানসহ বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করা হয়।

প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা ডিসেম্বর, ১৯৯৫-এ বলা হয় "অন্যান্য বিষয়ে একজন প্রতিবন্ধী উপযুক্ত বিবেচিত হলে শুধুমাত্র প্রতিবন্ধীত্বের কারণে সরকারী চাকুরীতে অযোগ্য বিবেচিত করা যাবে না ও বি সি এস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখা যাবে না।" এবং "প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত বয়সসীমা ৫ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য করা হবে।" জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ের সচিব ১২ জানুয়ারী ২০১২ তারিখে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন এই মর্মে যে, "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য সরকারী, আধা-সরকারী, সায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকুরীতে ১% কোটা সংরক্ষিত থাকবে।"

এতদ্সত্যেও সাম্প্রতিক প্রকাশিত ৩৩তম বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিতকরণের সকল বিধানই অনুপস্থিত রাখা হয়। ৩৩তম বিসিএস পরীক্ষায় আবেদনের শেষ সময় ৭ই এপ্রিল ২০১২। প্রথম আবেদনকারী এড. স্বপন চৌকিদার এর বয়স বর্তমানে ২৯, এমতাবস্থায় দ্রুত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে আবেদনকারী সহ অন্য আরো অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সরকারী চাকুরীতে আবেদনের সুযোগ শেষ হয়ে যাচ্ছে এই মর্মে আদালতকে অবহিত করে বিগত ১৫ মার্চ ২০১২ তারিখে বিদ্যমান রীট পিটিশনটি দ্রুত শুনানীর জন্য আদালতে আবেদন করা হয়।

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় এডিডির কান্ট্রি ডিরেক্টর মোশারফ হোসেন বলেন, "আদালতের আদেশের ফলে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বৈষম্য দূরীকরণের পথ উন্মোচিত হল। সম্প্রতি সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চাকুরী ক্ষেত্রে ১% কোটা অনুমোদন দিয়েছে, যথাদ্রুত সম্ভব পাবলিক সার্ভিস কমিশন তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করুক এই দাবী রইল।"

আবেদনকারীদের পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন এডভোকেট শাহরিয়ার শাকির।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী আইনজীবি এড. স্বপন চৌকিদার (যাকে পূর্বে জেএসসি এবং পিএসসি পরীক্ষা দেওয়া থেকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল) এবং চারটি মানবাধিকার এবং প্রতিবন্ধী অধিকার সংগঠন একশন অন ডিজ্যাবিলিটি এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এডিডি), আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এবং ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ডিজ্যাবল্ড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ) ২০১০ সনের ১৮ এপ্রিল একটি রীট আবেদন করেন। রীট পিটিশনটি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের শিডিউল ৩ এর বিরুদ্ধে করা হয়। এই শিডিউলটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পাবলিক সার্ভিস কমিশনে নিয়োগে বাধা প্রদান করে। রীটে যুক্তি দেখানো হয় যে এ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মৌলিক অধিকার বিশেষত: পেশার স্বাধীনতা এবং সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ প্রাপ্তির অধিকার হরণ করে। এখানে বলা হয় যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকুরি প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারের এ ধরণের ব্যর্থতা প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১ অনুযায়ী কর্তব্যে অবহেলার সামিল। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ৩০ তম পাবলিক সার্ভিস কমিশনে আবেদনের কোন বাধা নাই এবং তাদের যোগ্যতা ও সীমাবদ্ধতার উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগ প্রদান করা হবে এমন ঘোষণা চাওয়া হয় রীট আবেদনে।

পরবর্তীতে ২৫ এপ্রিল ২০১০ তারিখে হাইকোর্ট ৩০ দিনের মধ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ সম্বন্বয় কমিটির সভাপতি এবং সচিবকে আইনটির সেকশন ৬ (২) এবং শিডিউল 'চ' তে যেসব বাধ্যবাধকতা বাস্তবায়নের ব্যাপারে বলা হয়েছে, সে সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন পেশ করতে নির্দেশ দেন। কমিটি আদালতের কাছে একটি প্রতিবেদন পেশ করে, কিন্তু সেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে কি কি পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে, তার কোন উল্লেখ করেন না কিন্তু জানান যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে বয়সসীমা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথীলের বিষয়টি বিবেচনাধীন।

বাস্তব অভিজ্ঞতা: এডিডি'র কান্ট্রি ডিরেক্টর মোশাররফ হোসেনকে শারীরিক প্রতিবন্ধিতার কারণে ১৯৮৭ সনে বিসিএস পরীক্ষার অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয়নি। এডভোকেট স্বপন চৌকিদার বিসিএস পরীক্ষার জন্য মনোনীত হলেও তাকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার কারণে পরীক্ষায় অংশ নিতে দেয়া হয়নি। প্রতিবন্ধী জাহিদুল ইসলাম কক্সবাজারে স্বাস্থ্য সহকারি পদে ৭৮ জন মনোনীত প্রার্থীর একজন হলেও তাকে প্রতিবন্ধিতার কারণে নিয়োগ দেয়া হয়নি। শারীরিক প্রতিবন্ধী ওবায়দুল ইসলাম লালন ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউটে চাকুরীর জন্য উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু যখন কর্তৃপক্ষ দেখে যে তিনি প্রতিবন্ধী, তখন তাকে বাদ দিয়ে অন্যজনকে নেয়া হয়।

বার্তা প্রেরক
মাহবুবা আক্তার

যোগাযোগ: মাহবুবা আক্তার, ০১১৯১৩৬৫০০১; এড. শাহরিয়ার শাকির, ০১৬৭৪৫৯৪৮১৯